ঊনবিংশতি অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

এই অধ্যায়ে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র যে কিভাবে পূজিত হন, সেই কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিম্পুরুষবর্ষ-বাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বস্ত সেবক হনুমান সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের সংহার করার জন্য ভগবান যে অবতরণ করেন, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেন, এবং ভক্তেরা দিব্য প্রেমে তাঁকে সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করেন। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তথাকথিত জড় সুখ, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা, যার দ্বারা কখনই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না, সেগুলি ভুলে গিয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবান কেবল শরণাগতির দ্বারাই প্রসন্ন হন।

দেবর্ষি নারদ যখন সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন। সাবর্ণি মনু এবং ভারতবর্ষ-বাসীরা, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল এবং আত্মারামদের উপাস্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভারতবর্ষে অন্যান্য বর্ষের মতো বহু নদী ও পর্বত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারণ এই ভূখণ্ডে বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, যা সমাজকে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। অধিকন্তু নারদ মুনির মতে যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনে সাময়িক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তা সত্ত্বেও যে কোন সময়ে তার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুশীলনের ফলে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের ফলে সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। এই সাধুসঙ্গের ফলে ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং পাপপঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তখন ভগবান বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। এই সুযোগের জন্য ভারতবাসীদের মহিমা স্বর্গলোকেও কীর্তিত হয়। এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও ভারতবর্ষের মহিমা অনুরাগভরে আলোচনা করা হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে বদ্ধ জীবদের ক্রমবিকাশ হচ্ছে। এইভাবে কেউ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*)। যদি ভারতবর্ষ-বাসীরা নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করে, তা হলে মৃত্যুর পর আর তাদের এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। যে স্থানে ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত ভগবানের কথা শোনা যায় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও তা জীবের পক্ষে অনুকূল নয়। কেউ যদি ভারতবর্ষে মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ গ্রহণ না করে, তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষে কেউ যদি জড় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে, তা হলে ভক্ত-সঙ্গের প্রভাবে সে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবে এবং অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জম্বূদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনুমান্ সহ কিম্পুরুষৈরবিরত-ভক্তিরুপাস্তে ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কিম্পুরুষে বর্ষে**—কিম্পুরুষ নামক বর্ষে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **আদি-পুরুষম্**—সর্বকারণের আদি কারণ; **লক্ষ্মণ-অগ্রজম্**—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সীতা-অভিরামম্**—যিনি সীতাদেবীর অত্যন্ত প্রিয় অথবা সীতাদেবীর পতি; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্র; **তৎ-চরণ-সন্নিকর্ষ-অভিরতঃ**—যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত; **পরম-ভাগবতঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাত মহান ভক্ত; **হনুমান্**—শ্রীহনুমানজী; **সহ**—সঙ্গে; **কিম্পুরুষৈঃ**—কিম্পুরুষবর্ষ-বাসীগণ; **অবিরত**—নিরন্তর; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমান; **উপাস্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কিম্পুরুষবর্ষে হনুমান সর্বদা সেই বর্ষবাসীগণ সহ, লক্ষ্মণাগ্রজ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ২

আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ং চেদং গায়তি ॥ ২ ॥

আর্ষ্টি-ষেণেন—কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি আর্ষ্টিষেণ; **সহ**—সঙ্গে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **অনুগীয়মানাম্**—গীত; **পরম-কল্যাণীম্**—পরম কল্যাণময়ী; **ভর্তৃ-ভগবৎ-কথাম্**—তাঁর প্রভু ভগবানের মহিমা; **সমুপশৃণোতি**—গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি শ্রবণ করেন; **স্বয়ম্ চ**—এবং তিনি নিজেও; **ইদম্**—এই; **গায়তি**—কীর্তন করেন।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণ সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে রত। সেই কীর্তন পরম কল্যাণময়ী। কিম্পুরুষবর্ষপতি আর্ষ্টিষেণ সহ হনুমান নিরন্তর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই মহিমা শ্রবণ করেন। হনুমান নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি গান করেন।

তাৎপর্য

পুরাণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে দুটি মত রয়েছে। *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে (৫/৩৪-৩৬) মন্বন্তর অবতারের বর্ণনায় সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
বিষ্ণুধর্মোত্তরে রামলক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা ।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্তিতা ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের অবতার। কিন্তু *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার এবং তাঁর অন্য তিন ভাই শেষ, চক্র, এবং শঙ্খের অবতার। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সম্পর্কে তাঁর টীকায় লিখেছেন, *তদিদম্ কল্পভেদেনৈব সমভাব্যম্* । অর্থাৎ এই মত দুটি পরস্পর-বিরোধী নয়। কোন কল্পে শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতারা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার রূপে আবির্ভূত হন, এবং অন্য কোন কল্পে তাঁরা নারায়ণ, শেষ, চক্র ও শঙ্খের অবতার রূপে আবির্ভূত হন। এই গ্রহলোকে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম হচ্ছে অযোধ্যা। অযোধ্যা নগরী আজও উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ফৈজাবাদ জেলায় বিরাজমান।

শ্লোক ৩

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আর্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি ॥ ৩ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **উত্তম-শ্লোকায়**—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা সর্বদা উপাসিত হন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **আর্য-লক্ষণ-শীল-ব্রতায়**—যাঁর মধ্যে উত্তম পুরুষের সমস্ত গুণ বিরাজমান; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **উপশিক্ষিত-আত্মনে**—বিজিতেন্দ্রিয় আপনাকে; **উপাসিত-লোকায়**—সর্বশ্রেণীর লোকেরা যাঁকে স্মরণ করে এবং পূজা করে; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **সাধু-বাদ-নিকষণায়**—যিনি সাধুদের সদ্‌গুণাবলী পরীক্ষা করার কষ্টিপাথর স্বরূপ; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ব্রহ্মণ্য-দেবায়**—সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা যিনি পূজিত; **মহা-পুরুষায়**—এই সৃষ্টির কারণ হওয়ার ফলে, যিনি পুরুষ-সূক্তের দ্বারা পূজিত হন, সেই ভগবানকে; **মহা-রাজায়**—রাজাধিরাজকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রণব জপ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আর্যদের সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস। আপনার চরিত্র ও আচরণ সর্বদা অবিচল, এবং আপনার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সর্বদা সংযত। একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে, আপনি আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করে সকলকে শিক্ষা দেন কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য। নিকষ পাথরে কেবল স্বর্ণের গুণের পরীক্ষা হয়, কিন্তু আপনি এমনই স্পর্শমণি যাতে সমস্ত উত্তম গুণের পরীক্ষা হয়। আপনি ভক্তাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপাসিত। হে পরম পুরুষ, হে রাজাধিরাজ, আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—সেই পরম সত্যকে; **বিশুদ্ধ**—জড়া প্রকৃতির কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ; **অনুভব**—অনুভব; **মাত্রম্**—সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; **একম্**—এক; **স্বতেজসা**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—নিরস্ত; **গুণ-ব্যবস্থম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব; **প্রত্যক্**—জড় চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য নয়, চিন্ময়; **প্রশান্তম্**—জড়া প্রকৃতির ক্ষোভের অতীত; **সুধিয়া**—কৃষ্ণভক্তির দ্বারা অথবা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা, যা জড় বাসনা, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কলুষিত নয়; **উপলম্ভনম্**—যাঁকে লাভ করা যায়; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অনাম-রূপম্**—জড় নাম এবং রূপ রহিত; **নিরহম্**—অহঙ্কার শূন্য; **প্রপদ্যে**—আমি তাঁর শরণাগত হই।

অনুবাদ

যাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই দর্শন করা যায়। বেদান্তে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তিনি জড় কলুষের অতীত, এবং যেহেতু তিনি জড় দৃষ্টির বিষয় নন, তাই তিনি 'প্রত্যক্' স্বরূপ। তিনি মায়িক চেষ্টা শূন্য, এবং তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ বিবর্জিত। কেবল শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে আবির্ভূত হন। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি রাম, নৃসিংহ আদি বহু অবতাররূপে সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি নিজেও অবতরণ করেন।" শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তিনি বিভিন্ন বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং যাঁর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন একটি রূপ। আমরা জানি যে, বিষ্ণুতত্ত্ব চিন্ময় পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক বাহিত হন এবং তাঁর চার হাতে তিনি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করেন। তাই আমাদের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্যায়ভুক্ত কিনা, কারণ গরুড় তাঁকে বহন করছে না, তাঁকে বহন করছে হনুমান, এবং তিনি চতুর্ভুজ নন এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম নেই। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরই মতো (*রামাদিমূর্তিষু কলা*)। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তবুও রামচন্দ্র তাঁর থেকে ভিন্ন নন। রামচন্দ্র জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং তাই তিনি প্রশান্ত—তিনি কখনও গুণের দ্বারা বিচলিত হন না।

ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের চিন্ময়ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। জড় চক্ষু দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না। রাবণের মতো রাক্ষসের যেহেতু চিন্ময় দৃষ্টি নেই, তাই তারা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজা বলে মনে করে। রাবণ তাই শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য সহচরী সীতাদেবীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাবণ কিন্তু সীতাদেবীকে হরণ করতে পারেনি। রাবণ যাঁকে স্পর্শ করেছিল, তিনি ছিলেন সীতাদেবীর মায়িক মূর্তি। সীতাদেবীর প্রকৃত রূপ ছিল তার দৃষ্টির অগোচর। তাই এই শ্লোকে *প্রত্যক্ প্রশান্তম্* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর শক্তি সীতাদেবী জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা কিংবা ভগবানকে কেবল তাঁরাই দর্শন করতে পারেন, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট ভক্তগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে সর্বদা অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা

করি।" তেমনই, *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন* । *উপনিষদের* এই শ্লোকটিতে *অনেন* শব্দটি আত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণ করেছে। *তিস্রো দেবতা* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীবের দেহ অগ্নি, মাটি এবং জল এই তিনটি জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। যদিও পরমাত্মা জড় দেহের উপাধি যুক্ত এবং জড় দেহের দ্বারা প্রভাবিত জীবাত্মার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তবুও জীবাত্মার দেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু পরমাত্মার কোন জড় সম্পর্ক নেই, তাই এখানে তাকে *অনামরূপং নিরহম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মার কোন জড় উপাধি নেই, যদিও জীবাত্মার রয়েছে। জীবাত্মা নিজেকে ভারতীয়, আমেরিকান, জার্মান ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার এই ধরনের কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তাঁর কোন জড় নাম নেই। জীবাত্মা তার নাম থেকে ভিন্ন, কিন্তু পরমাত্মা তা নন; তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং এক এবং অভিন্ন। এটিই *নিরহম্* শব্দের অর্থ, অর্থাৎ 'জড় উপাধিবিহীন'। এই শব্দটির অর্থ বিকৃত করে বলা যায় না যে, পরমাত্মার কোন অহঙ্কার নেই, সত্তা নেই বা পরিচয় নেই। তাঁর চিন্ময় পরিচয় হচ্ছে যে তিনি পরম। শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *নিরহম্* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে *নির্নিশ্চয়েন অহম্। নিরহম্* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন সত্তা নেই। পক্ষান্তরে, *অহম্* শব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করছে যে, তাঁর স্বরূপ রয়েছে, কারণ *নিঃ* শব্দটির অর্থ কেবল 'ন-কার আত্মক'-ই নয়, তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'নিশ্চয়াত্মক'।

শ্লোক ৫

মর্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥ ৫ ॥

মর্ত্য—মনুষ্যরূপে; **অবতারঃ**—যাঁর অবতার; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মর্ত্য-শিক্ষণম্**—সমস্ত জীবদের, বিশেষ করে মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **রক্ষঃ-বধায়**—রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করার জন্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **কেবলম্**—কেবল; **বিভোঃ**—ভগবানের; **কুতঃ**—কোথা থেকে;

অন্যথা—অন্যথা; **স্যাৎ**—হবে; **রমতঃ**—আনন্দ উপভোগকারীর; **স্বে**—স্ব-স্বরূপে; **আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ; **সীতা**—শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর; **কৃতানি**—বিরহজনিত; **ব্যসনানি**—সমস্ত দুঃখ; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের।

অনুবাদ

রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষ ব্যতীত অন্য কারোর বধ্য ছিল না, এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাবণকে বধ করাই ছিল না, স্ত্রীসঙ্গ যে বহু দুঃখের কারণ তা মর্ত্য জীবদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং তিনি স্ব-স্বরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোচনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর সীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে?

তাৎপর্য

এই জগতে মনুষ্যরূপে ভগবানের আবির্ভাবের দুটি উদ্দেশ্য থাকে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* —ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের সংহার করা। ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কেবল তাঁর সঙ্গ দানের মাধ্যমেই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করেন না, তিনি তাঁদের শিক্ষাও দান করেন যাতে তাঁরা ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত না হন। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করাই শ্রেয়, কারণ তা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (৭/৯/৪৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥

কৃপণ অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত নয় এবং তার ফলে যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তারা সাধারণত মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে। এইভাবে তারা বারবার মৈথুনসুখ উপভোগ করে, যদিও তার ফলে তাদের বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। এটি ভক্তদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। ভক্তদের এবং মানব-সমাজকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

সীতাদেবীকে পত্নীরূপে বরণ করে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার লীলা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কেবল এই সমস্ত দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন; প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুর জন্য তাঁর শোক করার কোন কারণ নেই।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আর একটি দিক হচ্ছে যে, কেউ যখন পত্নীকে স্বীকার করেন, তখন তাঁর কর্তব্য সত্যনিষ্ঠ পতিরূপে তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। মানব-সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করেন আর ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের উভয়কেই শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ধর্মের নীতি পালন করে প্রেমপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ পতি হতে হয়। তা না হলে এই সমস্ত আপাত দুঃখকষ্ট ভোগ করার কোন কারণ তাঁর ছিল না। যিনি নিষ্ঠা সহকারে ধর্মের নিয়ম পালন করেন, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পত্নীকে সর্বতোভাবে সুরক্ষার জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোন রকম অবহেলা না করা। সেই জন্য অবশ্য কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সেই কর্তব্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর হ্লাদিনী শক্তি থেকে শত সহস্র সীতা উৎপন্ন করতে পারতেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য প্রদর্শন করার জন্য তিনি কেবল রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারই করেননি, তিনি সবংশে রাবণকে সংহার করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আরও একটি দিক হচ্ছে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ভক্তেরা জড় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে পারেন, তবুও সেই সমস্ত দুঃখকষ্টের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত পুরুষ। তাই *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বলা হয়েছে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥

বৈষ্ণব ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সর্বদা চিন্ময় আনন্দে অবস্থিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর স্থিতিকে বলা হয় বিরহজনিত চিন্ময় আনন্দ। প্রেমিক এবং প্রেমিকার বিরহ আপাতদৃষ্টিতে বেদনাদায়ক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত আনন্দময়। তাই সীতাদেবী থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ এবং তজ্জনিত যে দুঃখ, তা চিন্ময় আনন্দের আর এক প্রকাশ। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত।

শ্লোক ৬

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণং চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ৬ ॥

ন—না; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মবতাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **সুহৃত্তমঃ**—প্রিয়তম বন্ধু; **সক্তঃ**—আসক্ত; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যে কোন কিছু; **ভগবান্**—ভগবান; **বাসুদেবঃ**—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **ন**—না; **স্ত্রী-কৃতম্**—স্ত্রীর জন্য; **কশ্মলম্**—বিরহজনিত দুঃখ; **অশ্নুবীত**—প্রাপ্ত হবেন; **ন**—না; **লক্ষ্মণম্**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বিহাতুম্**—পরিত্যাগ করার জন্য; **অর্হতি**—সমর্থ হন।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিভুবনের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন। সমস্ত আত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাত্মাদের তিনি প্রিয়তম পরমাত্মা এবং অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। এই দুয়ের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

তাৎপর্য

ভগবানের বর্ণনা করে আমরা বলি যে, তিনি ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বৈরাগ্য তাঁর একটি গুণ, কারণ তিনি এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন; তিনি বিশেষ করে চিৎ-জগৎ এবং সেখানকার জীবদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপ দুর্গাদেবীর অধ্যক্ষতায় সংঘটিত হয় (*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*)। দুর্গার প্রতীক জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। তাই ভগবান সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। সীতাদেবী চিৎ-জগতের তত্ত্ব। তেমনই, শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের অবতার, এবং শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব।

ভগবান যেহেতু সমস্ত চিন্ময় গুণে গুণান্বিত, তাই তিনি সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় রত ভক্তদের প্রতি আসক্ত। তিনি জীবনের সত্যের প্রতি আসক্ত,

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রতি নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন প্রকার জড় গুণের প্রতি আসক্ত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তবুও তিনি বিশেষ করে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন যাঁরা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তদের পরম প্রিয়। যেহেতু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানব-সমাজকে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি আপাতদৃষ্টিতে সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন না। তাই মানুষের কর্তব্য তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানা। তা হলেই ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্লোক ৭

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৭ ॥

ন—না; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **নূনম্**—প্রকৃতপক্ষে; **মহতঃ**—ভগবানের; **ন**—না; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য; **ন**—না; **বাক্**—মধুর ভাষা; **ন**—না; **বুদ্ধিঃ**—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; **ন**—না; **আকৃতিঃ**—দেহের সৌন্দর্য; **তোষ-হেতুঃ**—ভগবানের প্রীতির কারণ; **তৈঃ**—এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **বিসৃষ্টান্**—পরিত্যাগ করে; **অপি**—যদিও; **নঃ**—আমরা; **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **চকার**—অঙ্গীকার করেছেন; **সখ্যে**—বন্ধুত্বে; **বত**—আহা; **লক্ষ্মণ-অগ্রজঃ**—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।

অনুবাদ

উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাক্‌চাতুরি, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করার জন্য এই সমস্ত গুণগুলির আবশ্যকতা হয় না। আমরা অসভ্য বনচর, আমরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সভ্য মানুষের মতো কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সখারূপে অঙ্গীকার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী কুন্তীদেবী একটি প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন *অকিঞ্চনগোচর*। অ-উপসর্গটির অর্থ 'না' এবং *কিঞ্চন* শব্দটির অর্থ 'এই জড় জগতের কোন কিছু'। কেউ তাঁর উচ্চপদ, ধনসম্পদ, সৌন্দর্য, শিক্ষা ইত্যাদির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি সদ্‌গুণ হলেও, ভগবানের সখ্য লাভের জন্য সেগুলির প্রয়োজন হয় না। যাঁর এই সমস্ত গুণ রয়েছে, আশা করা যায় যে, তিনি ভগবদ্ভক্ত হবেন এবং ভগবদ্ভক্ত হলে এই সমস্ত গুণের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়। যারা উচ্চকুলে জন্ম, ধনসম্পদ, বিদ্যা এবং সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিত (*জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রী*), তারা দুর্ভাগ্যবশত কৃষ্ণভক্তির অনুকূল হয় না, ভগবানও এই সমস্ত জড় গুণের পরোয়া করেন না। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। ভক্তি এবং ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক বাসনাই প্রধান যোগ্যতা। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ বা লোভই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করার একমাত্র মূল্য (*তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্*)। *চৈতন্য-ভাগবতে* বলা হয়েছে—

খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা ।
ব্রহ্মা-শিব কান্দে যাঁর দেখিয়া মহিমা ॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণ নাহি পাই ।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥

"খোলাবেচা ভক্তের সৌভাগ্য দর্শন কর। তাঁর মহিমা দর্শন করে ব্রহ্মা এবং শিবও অশ্রু বর্ষণ করেন। ধন, জন, অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল শুদ্ধ ভক্তিরই বশীভূত।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন খোলাবেচা শ্রীধর, যাঁর পেশা ছিল কলা গাছের খোসা দিয়ে খোলা বানিয়ে বিক্রি করা। তিনি যা উপার্জন করতেন, তার অর্ধাংশ দিয়ে তিনি মা গঙ্গার পূজা করতেন, এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি এতই গরিব ছিলেন যে, একটি ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে তিনি বাস করতেন। পিতলের বাসন কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না, এবং তাই তিনি লৌহ পাত্রে জল পান করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে কিভাবে ভগবানের মহান ভক্ত হতে পারেন, তিনি তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড়-জাগতিক ধনসম্পদের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা যায় না, তা কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই লব্ধ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ ইত্যাদির আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আনুকূল্যের সহিত যে প্রেমময়ী সেবা অনুক্ষণ সম্পাদিত হয়, তারই নাম উত্তমা ভক্তি।"

শ্লোক ৮

সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ
সর্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্ ।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবমিতি ॥ ৮ ॥

সুরঃ—দেবতা; **অসুরঃ**—অসুর; **বা অপি**—অথবা; **অথ**—অতএব; **বা**—অথবা; **অনরঃ**—মনুষ্য ব্যতীত (পক্ষী, পশু ইত্যাদি); **নরঃ**—মানুষ; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **যঃ**—যিনি; **সুকৃতজ্ঞম্**—সহজেই সন্তুষ্ট হন; **উত্তমম্**—সর্বোৎকৃষ্ট; **ভজেত**—ভজন করা কর্তব্য; **রামম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মনুজাকৃতিম্**—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত; **হরিম্**—ভগবানকে; **যঃ**—যিনি; **উত্তরান্**—উত্তর ভারতের; **অনয়ৎ**—ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন; **কোশলান্**—অযোধ্যাবাসীদের; **দিবম্**—চিৎ-জগতে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পশু-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা, যিনি নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভজনের জন্য বহু তপস্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হন, এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপালু যে, মানুষই হোক বা অন্য যে কেউ হোক তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এটিই শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করার একটি বিশেষ সুবিধা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনাতেও এই সুবিধাটি রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়রূপে কখনও কখনও অসুরদের

সংহার করে তাঁদের কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অসুরদের পর্যন্ত অনায়াসে প্রেম দান করেছেন। ভগবানের সমস্ত অবতারেরা—বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত প্রায় সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ষড়্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন, যা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলিত রূপ—দুহাত শ্রীরামচন্দ্রের, দুহাত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং দুহাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য এই ষড়্ভুজ রূপের আরাধনার ফলে সাধিত হয়।

শ্লোক ৯

ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিতধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যোপশমোপরমাত্মোপলম্ভনমনুগ্রহায়াত্মবতামনুকম্পয়া তপোঽব্যক্তগতিশ্চরতি ॥ ৯ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে; **অপি**—ও; **বর্ষে**—ভূখণ্ডে; **ভগবান্**—ভগবান; **নর-নারায়ণ-আখ্যঃ**—নর-নারায়ণ নামক; **আকল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **উপচিত**—বর্ধমান; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য বা অনাসক্তি; **ঐশ্বর্য**—যোগৈশ্বর্য; **উপশম**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **উপরম**—অহঙ্কার থেকে মুক্ত; **আত্ম-উপলম্ভনম্**—আত্ম-উপলব্ধি; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ করার জন্য; **আত্ম-বতাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **অনুকম্পয়া**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অব্যক্ত-গতিঃ**—যাঁর মহিমা অচিন্ত্য; **চরতি**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—) ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। ভক্তদের কৃপাপূর্বক ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার জন্য তিনি ভারতবর্ষে বদরিকাশ্রম নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত তপস্যায় রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পন্থা।

তাৎপর্য

পৃথিবীর মানুষদের আত্ম-উপলব্ধি লাভের জন্য তপশ্চর্যার পন্থা শিক্ষা দিতে ভগবান যে কিভাবে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানার জন্য ভারতবাসীরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের মন্দিরে যেতে পারেন। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের

দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগের মানুষেরা তপস্যা বলতে যে কি বোঝায় তাও জানে না। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন অধঃপতিত জীবদের আত্ম-উপলব্ধির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই পন্থাটিকে বলা হয় *চেতোদর্পণমার্জনম্* বা অন্তরের অন্তঃস্থল পরিষ্কার করার পন্থা। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করতে পারে। এই যুগে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডবাদ, জাতীয়তাবাদ, যান্ত্রিক প্রগতিবাদ ইত্যাদি নানা রকম তথাকথিত বিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু নর-নারায়ণের প্রদর্শিত বিধি অনুসরণ না করে আমরা যদি এই সমস্ত মতবাদ অবলম্বন করে কঠোর পরিশ্রম করি, তা হলে আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হবে। তার ফলে আমরা অবশ্যই প্রতারিত হব এবং পথভ্রষ্ট হব।

শ্লোক ১০

তং ভগবান্নারদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং সাংখ্যযোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ণনং সাবর্ণেরুপদেক্ষ্যমাণঃ পরমভক্তিভাবেনোপসরতি ইদং চাভিগৃণাতি ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে (নর-নারায়ণকে); **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী মহাত্মা; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **বর্ণাশ্রম-বতীভিঃ**—চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমন্বিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারীদের দ্বারা; **ভারতীভিঃ**—ভারতবর্ষে; **প্রজাভিঃ**—নিবাসীগণ; **ভগবৎ-প্রোক্তাভ্যাম্**—ভগবান যা বলেছেন; **সাংখ্য**—সাংখ্য-যোগের দ্বারা; **যোগাভ্যাম্**—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা; **ভগবৎ-অনুভাব-উপবর্ণনম্**—যা ভগবৎ-উপলব্ধির পন্থা বর্ণনা করে; **সাবর্ণেঃ**—সাবর্ণি মনুকে; **উপদেক্ষ্যমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **পরম-ভক্তি-ভাবেন**—পরম আনন্দময় ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **উপসরতি**—ভগবানের সেবা করে; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **অভিগৃণাতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভগবান নারদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তি লাভ করা যায়। তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। দেবর্ষি নারদ এই চিন্ময় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারী

ভারতবর্ষবাসীদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নারদ মুনি ভারতবর্ষবাসীদের সঙ্গে সর্বদা নর-নারায়ণের সেবায় যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

মানব-জীবনের প্রকৃত সাফল্য ভারতবর্ষে লাভ করা যায়, কারণ ভারতবর্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনের বিধি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে এই যে সুযোগটি পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য, বিশেষ করে যারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুগামী। চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস)-এর মাধ্যমে বর্ণাশ্রম ধর্মের পন্থা অনুসরণ না করলে, জীবনে সাফল্য লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবের ফলে, এখন সবকিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ-বাসীরা অধঃপতিত হয়ে ম্লেচ্ছ এবং যবনে পরিণত হচ্ছে। তা হলে তারা অন্যদের শিক্ষা দেবে কিভাবে? তাই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে, কেবল ভারতবর্ষ-বাসীদের জন্যই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষদের জন্য, যে কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করে গেছেন। এখনও সময় রয়েছে, এবং ভারতবর্ষবাসীরা যদি ঐকান্তিকভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে, তা হলে সারা পৃথিবী নারকীয় পরিবেশে অধঃপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *পঞ্চরাত্রিক-বিধি* এবং *ভাগবত-বিধি* অনুসরণ করে, যাতে মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে।

শ্লোক ১১

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ॥ ১১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ভগবতে**—ভগবানকে; **উপশম-শীলায়**—জিতেন্দ্রিয়; **উপরত-অনাত্ম্যায়**—জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম;

অকিঞ্চন-বিত্তায়—যিনি নিষ্কিঞ্চনের একমাত্র ধন সেই ভগবানকে; **ঋষি-ঋষভায়**—সমস্ত ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ; **নর-নারায়ণায়**—নর-নারায়ণকে; **পরমহংস-পরম-গুরবে**—পরমহংস অর্থাৎ মুক্ত পুরুষদের পরম গুরু; **আত্মারাম-অধিপতয়ে**—আত্মারামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **নমঃ নমঃ**—বারবার আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংসদের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

গায়তি চেদম্—

কর্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ১২ ॥

গায়তি—গান করেন; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **কর্তা**—অনুষ্ঠানকারী; **অস্য**—এই জগতের; **সর্গ-আদিষু**—সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের; **যঃ**—যিনি; **ন বধ্যতে**—স্রষ্টা, প্রভু অথবা মালিকরূপে যিনি আসক্ত নন; **ন**—না; **হন্যতে**—অভিভূত হয়; **দেহগতোঽপি**—মনুষ্যরূপে প্রকট হওয়া সত্ত্বেও; **দৈহিকৈঃ**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শ্রান্তি ইত্যাদি দৈহিক ক্লেশ; **দ্রষ্টুঃ**—যিনি সবকিছুর দ্রষ্টা তাঁকে; **ন**—না; **দৃক্**—দৃষ্টিশক্তি; **যস্য**—যাঁর; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **বিদূষ্যতে**—দূষিত হয়; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অসক্ত**—অনাসক্ত ভগবানকে; **বিবিক্ত**—মমতা রহিত; **সাক্ষিণে**—সবকিছুর সাক্ষী।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন—"ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, তবুও তিনি সর্বতোভাবে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। যদিও মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো

একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির দৈহিক ক্লেশের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সবকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অনাসক্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা শ্রীভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর দেহ নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই শ্লোকে তা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তবুও তিনি তার প্রতি অনাসক্ত। আমরা যদি একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ বানাই, তা হলে আমরা সেটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। তিনি কোনকিছুর প্রতি আসক্ত নন (*ন বধ্যতে*)। যদিও শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, তবুও তিনি দৈহিক আবশ্যকতাগুলির দ্বারা বিচলিত হন না; যেমন তিনি কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অথবা ক্লান্ত হন না (*ন হন্যতে দেহোগতোঽপি দৈহিকৈঃ*)। যেহেতু সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করেন এবং সর্বত্র বিরাজ করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দেহ চিন্ময়, তাই তিনি দর্শনের অতীত। আমরা যখন কোন সুন্দর রূপ দর্শন করি, তখন আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হই। সুন্দরী রমণী পুরুষকে আকৃষ্ট করে, এবং পুরুষ স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ত্রুটির অতীত। যদিও তিনি সবকিছুরই দ্রষ্টা তবুও তাঁর দৃষ্টি দূষিত হয় না (*ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে*)। তাই, যদিও তিনি সাক্ষী এবং দ্রষ্টা, তবুও তিনি দৃশ্য কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং মমতা রহিত। তিনি সর্বদাই অনাসক্ত এবং পৃথক্; তিনিই একমাত্র সাক্ষী।

শ্লোক ১৩

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবাঞ্জগাদ যৎ ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ১৩ ॥

ইদম্—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **যোগেশ্বর**—হে যোগেশ্বর ভগবান; **যোগ-নৈপুণম্**—যোগ সাধনের নৈপুণ্য; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **জগাদ**—

বলেছিলেন; **যৎ**—যা; **যৎ**—যা; **অন্ত-কালে**—মৃত্যুর সময়ে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **নির্গুণে**—গুণাতীত; **মনঃ**—মন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **দধীত**—স্থাপন করা উচিত; **উজ্ঝিত-দুষ্কলেবরঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, এটি তারই পুনরাবৃত্তি। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

যস্য সম্যগ্ ভগবতি জ্ঞানং ভক্তিস্তথৈব চ ।
নিশ্চিন্তস্তস্য মোক্ষঃ স্যাৎ সর্বপাপকৃতোঽপি তু ॥

"যিনি ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি পূর্বে পাপাসক্ত হলেও, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।" সেই কথা *ভগবদ্গীতায়*ও প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অত্যন্ত পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকে সাধু বলে মনে করতে হবে কারণ তিনি যথাযথভাবে অবস্থিত।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩০) জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদির চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়া। কেউ যদি এইভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন, তা হলে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক চিন্তায় এবং কার্যকলাপে মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাই তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়, তা হলে তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৪

যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ ।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **ঐহিক**—এই জীবনে; **অমুষ্মিক**—ভবিষ্যৎ জীবনে; **কাম-লম্পটঃ**—যে ব্যক্তি দেহসুখ ভোগের কাম-বাসনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **সুতেষু**—সন্তান; **দারেষু**—পত্নী; **ধনেষু**—ধনসম্পদ; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **শঙ্কেত**—ভীত; **বিদ্বান্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত; **কু-কলেবর**—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে; **অত্যয়াৎ**—ক্ষতির ফলে; **যঃ**—যে; **তস্য**—তার; **যত্নঃ**—প্রচেষ্টা; **শ্রমঃ**—সময় এবং শক্তির অপচয়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের বর্তমান শরীর এবং ভবিষ্যৎ শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে, এবং মল-মূত্রে পূর্ণ শরীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং পুত্রদের কথা চিন্তা করে। সে চলে গেলে কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে এবং কে তাদের দেখাশুনা করবে, সেই চিন্তাতেই সে তখন মগ্ন থাকে। তার ফলে সে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না; পক্ষান্তরে সে সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সেবা করার জন্য সেই শরীরে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। তাই যোগ অনুশীলনের দ্বারা দৈহিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য। ভক্তিযোগ অনুশীলন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও কেউ যদি তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ-স্বরূপ তার কুৎসিত দেহটি ত্যাগ করতে ভীত হয়, তা হলে আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করার কি প্রয়োজন? যোগসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে দেহের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন,

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার—যিনি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে দেহের আবশ্যকতাগুলির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তার সংসার-বন্ধন সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা, তা হলে তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

শ্লোক ১৫

তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বন্মায়য়াহংমমতামধোক্ষজ ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবমিতি ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে ভগবান; **ত্বম্**—আপনি; **কু-কলেবর-অর্পিতাম্**—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে অর্পণ করেছেন; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়ার দ্বারা; **অহম্-মমতাম্**—"আমি এবং আমার" ভাবনা; **অধোক্ষজ**—হে অধোক্ষজ; **ভিন্দ্যাম**—ত্যাগ করতে পারি; **যেন**—যার দ্বারা; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বয়ম্**—আমরা; **সুদুর্ভিদাম্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **বিধেহি**—দয়া করে দান করুন; **যোগম্**—যোগের পন্থা; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **নঃ**—আমরা; **স্বভাবম্**—মনের স্থিরতার লক্ষণ; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব, হে অধোক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিযোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করার আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।* আদর্শ যোগ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকা,

সর্বদা তাঁর আরাধনা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা। আমরা যদি এই যোগ অনুশীলন না করি, তা হলে মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত দেহটির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। প্রকৃত যোগের সিদ্ধি হচ্ছে দেহের প্রতি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া। আমরা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হই, তখন আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। এই যোগের পন্থাই অনুশীলন করা উচিত, অন্য কোন পন্থা নয়।

শ্লোক ১৬

ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবো মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকস্ত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লকঃ সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমূকঃ শ্রীশৈলো বেঙ্কটো মহেন্দ্রো বারিধারো বিন্ধ্যঃ শুক্তিমান্ঋক্ষগিরিঃ পারিযাত্রো দ্রোণশ্চিত্রকূটো গোবর্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো গোকামুখ ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে চ শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেষাং নিতম্বপ্রভবা নদা নদ্যশ্চ সন্ত্যসঙ্খ্যাতাঃ ॥ ১৬ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে; **অপি**—ও; **অস্মিন্**—এই; **বর্ষে**—ভূখণ্ডে; **সরিৎ**—নদী; **শৈলাঃ**—পর্বত; **সন্তি**—রয়েছে; **বহবঃ**—বহু; **মলয়ঃ**—মলয়; **মঙ্গলপ্রস্থঃ**—মঙ্গল-প্রস্থ; **মৈনাকঃ**—মৈনাক; **ত্রিকূটঃ**—ত্রিকূট; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **কূটকঃ**—কূটক; **কোল্লকঃ**—কোল্লক; **সহ্যঃ**—সহ্য; **দেবগিরিঃ**—দেবগিরি; **ঋষ্যমূকঃ**—ঋষ্যমূক; **শ্রীশৈলঃ**—শ্রীশৈল; **বেঙ্কটঃ**—বেঙ্কট; **মহেন্দ্রঃ**—মহেন্দ্র; **বারিধারঃ**—বারিধার; **বিন্ধ্যঃ**—বিন্ধ্য; **শুক্তিমান্**—শুক্তিমান; **ঋক্ষগিরিঃ**—ঋক্ষগিরি; **পারিযাত্রঃ**—পারিযাত্র; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ; **চিত্রকূটঃ**—চিত্রকূট; **গোবর্ধনঃ**—গোবর্ধন; **রৈবতকঃ**—রৈবতক; **ককুভঃ**—ককুভ; **নীলঃ**—নীল; **গোকামুখঃ**—গোকামুখ; **ইন্দ্রকীলঃ**—ইন্দ্রকীল; **কামগিরিঃ**—কামগিরি; **ইতি**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **শত-সহস্রশঃ**—বহু শত সহস্র; **শৈলাঃ**—পর্বত; **তেষাম্**—তাদের; **নিতম্ব-প্রভবাঃ**—সানুদেশ থেকে উৎপন্ন; **নদাঃ**—নদ; **নদ্যঃ**—নদী; **চ**—এবং; **সন্তি**—রয়েছে; **অসঙ্খ্যাতাঃ**—অসংখ্য।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে ইলাবৃতবর্ষের মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট,

মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি আদি শত-সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে।

শ্লোক ১৭-১৮

এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজা নামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপস্পৃশন্তি ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রবসা তাম্রপর্ণী অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেণী পয়স্বিনী শর্করাবর্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণাবেণ্যা ভীমরথী গোদাবরী নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী রেবা সুরসা নর্মদা চর্মণ্বতী সিন্ধুরন্ধ্রঃ শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদস্মৃতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী দৃষদ্বতী গোমতী সরযূ রোধস্বতী সপ্তবতী সুষোমা শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশ্বেতি মহানদ্যঃ ॥ ১৮ ॥

এতাসাম্—এই সবের; **অপঃ**—জল; **ভারত্যঃ**—ভারতবর্ষের; **প্রজাঃ**—অধিবাসী; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুনন্তীনাম্**—পবিত্র করছে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **চ**—ও; **উপস্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে, **চন্দ্রবসা**—চন্দ্রবসা; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী; **অবটোদা**—অবটোদা; **কৃতমালা**—কৃতমালা; **বৈহায়সী**—বৈহায়সী; **কাবেরী**—কাবেরী; **বেণী**—বেণী; **পয়স্বিনী**—পয়স্বিনী; **শর্করাবর্তা**—শর্করাবর্তা; **তুঙ্গভদ্রা**—তুঙ্গভদ্রা; **কৃষ্ণাবেণ্যা**—কৃষ্ণাবেণ্যা; **ভীমরথী**—ভীমরথী; **গোদাবরী**—গোদাবরী; **নির্বিন্ধ্যা**—নির্বিন্ধ্যা; **পয়োষ্ণী**—পয়োষ্ণী; **তাপী**—তাপী; **রেবা**—রেবা; **সুরসা**—সুরসা; **নর্মদা**—নর্মদা; **চর্মণ্বতী**—চর্মণ্বতী; **সিন্ধুঃ**—সিন্ধু; **অন্ধ্রঃ**—অন্ধ্র; **শোণঃ**—শোণ; **চ**—এবং; **নদৌ**—দুটি নদী; **মহানদী**—মহানদী; **বেদস্মৃতিঃ**—বেদস্মৃতি; **ঋষিকুল্যা**—ঋষিকুল্যা; **ত্রিসামা**—ত্রিসামা; **কৌশিকী**—কৌশিকী; **মন্দাকিনী**—মন্দাকিনী; **যমুনা**—যমুনা; **সরস্বতী**—সরস্বতী; **দৃষদ্বতী**—দৃষদ্বতী; **গোমতী**—গোমতী; **সরযূ**—সরযূ; **রোধস্বতী**—রোধস্বতী; **সপ্তবতী**—সপ্তবতী; **সুষোমা**—সুষোমা; **শতদ্রুঃ**—শতদ্রু; **চন্দ্রভাগা**—চন্দ্রভাগা; **মরুদ্বৃধা**—মরুদ্বৃধা; **বিতস্তা**—বিতস্তা; **অসিক্নী**—অসিক্নী; **বিশ্বা**—বিশ্বা; **ইতি**—এইভাবে; **মহা-নদ্যঃ**—মহানদী।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ, এবং চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্যা,

ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা—এই সমস্ত মহানদীই প্রধান। ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র। কখনও কখনও তাঁরা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন, এবং কখনও কখনও তাঁরা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাতে স্নান করেন। এইভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত নদ-নদী দিব্য। তাই তাদের স্মরণ করার ফলে, স্পর্শ করার ফলে অথবা তাতে স্নান করলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে।

শ্লোক ১৯

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্যেণ সর্বা হ্যেব সর্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ এব বর্ষে—এই ভারতবর্ষে; **পুরুষৈঃ**—মানুষেরা; **লব্ধ-জন্মভিঃ**—যারা জন্মগ্রহণ করেছে; **শুক্ল**—সত্ত্বগুণের; **লোহিত**—রজোগুণের; **কৃষ্ণ**—তমোগুণের; **বর্ণেন**—বিভাগ অনুসারে; **স্ব**—স্বয়ং; **আরব্ধেন**—শুরু করেছে; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **দিব্য**—দিব্য; **মানুষ**—মানুষ; **নারক**—নারকীয়; **গতয়ঃ**—গতি; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **আত্মনঃ**—নিজের; **আনুপূর্ব্যেণ**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **বিধীয়ন্তে**—প্রাপ্ত হয়; **যথা-বর্ণ-বিধানম্**—বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **ভবতি**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

এই বর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে তাদের কর্ম অনুসারে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কারণ ভারতবর্ষে

মানুষ ঠিক তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে, যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে আরও অধিক তত্ত্বের জন্য *ভগবদ্‌গীতা* (১৪/১৮ এবং ১৮/৪২-৪৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীল রামানুজাচার্য *বেদান্ত-সংগ্রহে* লিখেছেন—

এবংবিধ পরাভক্তিস্বরূপজ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞান-পূর্বককর্মানুগৃহীতভক্তিযোগ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—বর্ণাশ্রমেতি। নিখিলজগদুদ্ধারণায়াবনিতলেঽবতীর্ণং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুক্তবান্—"স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু"; "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ / স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

মহর্ষি পরাশর মুনি *বিষ্ণু পুরাণ* (৩৮৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। তা ছাড়া তাঁর প্রসন্নতার আর কোন উপায় নেই।" ভারতবর্ষে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনায়াসে পালন করা যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের কিছু আসুরিক প্রকৃতির মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্মকে উপেক্ষা করছে। যেহেতু মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হওয়ার অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষার কোন উপযুক্ত সংস্থা নেই, তাই এই সমস্ত অসুরেরা বর্ণহীন সমাজ তৈরি করতে চাইছে। তার ফলে সর্বত্র এক প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নামে অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে আচরণ করার শিক্ষা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না, এবং তার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়ে পশুতে পরিণত হচ্ছে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনসাধারণকে মুক্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং তার ফলে তাদের মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং এইভাবে মানব-সমাজকে নরকে অধঃপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করছে।

শ্লোক ২০

যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধন-দ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; **অসৌ**—সেই; **ভগবতি**—ভগবানকে; **সর্ব-ভূত-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **অনাত্ম্যে**—আসক্তি রহিত; **অনিরুক্তে**—মন এবং বাণীর অগোচর; **অনিলয়নে**—অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়; **পরমাত্মনি**—পরমাত্মা; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবকে; **অনন্য**—অন্য কেউ নয়; **নিমিত্ত**—কারণ; **ভক্তি-যোগ-লক্ষণঃ**—শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ সমন্বিত; **নানা-গতি**—বিবিধ গন্তব্যের; **নিমিত্ত**—কারণ; **অবিদ্যা-গ্রন্থি**—অজ্ঞানের বন্ধন; **রন্ধন**—ছেদন করার; **দ্বারেণ**—উপায়ের দ্বারা; **যদা**—যখন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষ**—ভক্ত সহ; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

অনুবাদ

বহু বহু জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সকাম কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন, তখন সে তা ছেদন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সর্বভূতের আত্মা, আসক্তি রহিত, মন ও বাক্যের অগোচর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান বাসুদেবে ভক্তি লাভ হয়। বাসুদেবের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত পথ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম উপলব্ধি মুক্তির প্রাথমিক স্তর, এবং পরমাত্মা উপলব্ধি তার থেকেও উন্নত স্তর, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি তখন লাভ হয়, যখন ভগবানের নিত্য-দাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয় (*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। এই জড় জগতে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সকলেই ভ্রান্তভাবে কর্ম করছে। কেউ যখন ব্রহ্মভূত বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর দেহ নন এবং দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্ম করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। তখন তাঁর ভগবৎ-সেবা শুরু হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময়ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর মন সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে, এবং তখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যা তাঁকে সাহায্য করে না, সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁর আর কোন আগ্রহ থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি তাঁর আর তখন কোন আকর্ষণ থাকে না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৭) বলা হয়েছে—*এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ দৃশ্যেঽনাত্ম্যে অনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি* । জীব যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার প্রকৃত আনন্দ নির্ভর করছে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর, তখন সে আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকাই আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্লোক ২১

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—
অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ—এই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অহো**—আহা; **অমীষাম্**—এই ভারতবাসীদের; **কিম্**—কি; **অকারি**—করেছেন; **শোভনম্**—পবিত্র, সুন্দর কার্য; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন; **এষাম্**—তাদের উপর; **স্বিৎ**—অথবা; **উত**—বলা হয়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **হরিঃ**—ভগবান; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **জন্ম**—জন্ম; **লব্ধম্**—লাভ হয়েছে; **নৃষু**—মানব-সমাজে; **ভারত-অজিরে**—ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে; **মুকুন্দ**—মুক্তিদাতা শ্রীভগবান; **সেবা-ঔপয়িকম্**—সেবা করার উপায়; **স্পৃহা**—বাসনা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

যেহেতু মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বর্গের দেবতারা বলেন—আহা, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই মহা পুণ্যজনক তপস্যা করেছেন, অথবা ভগবান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। তা না হলে, কিভাবে তাঁরা এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন? আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

এই সত্য *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৯/৪১) বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

"যাঁরা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলের উপকার করার মাধ্যমে তাঁদের জন্ম সার্থক করা।"

ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ভারতবর্ষে সমস্ত আচার্যেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দান করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে হয় এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হয়। সর্বতোভাবে ভারতবর্ষ এক বিশেষ স্থান, যেখানে অনায়াসেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তা অবলম্বন করার মাধ্যমে জন্ম সার্থক করা যায়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জন্ম সার্থক করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করেন, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল হবে।

শ্লোক ২২

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা ।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥ ২২ ॥

কিম্—কি লাভ; **দুষ্করৈঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **নঃ**—আমাদের; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **ব্রতৈঃ**—ব্রত; **দান-আদিভিঃ**—দান ইত্যাদির

দ্বারা; **বা**—অথবা; **দ্যুজয়েন**—স্বর্গ লাভ করার ফলে; **ফল্গুনা**—তুচ্ছ; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণ-পাদ-পঙ্কজ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে; **স্মৃতিঃ**—স্মরণ; **প্রমুষ্ট**—লুপ্ত; **অতিশয়**—অত্যন্ত; **ইন্দ্রিয়-উৎসবাৎ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—দুষ্কর যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে আমরা স্বর্গ লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে প্রবলভাবে লিপ্ত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম কদাচিৎ স্মরণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যধিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে, আমরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা প্রায় ভুলেই গেছি।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের এমনই মহিমা যে, এখানে জন্মগ্রহণ করার ফলে কেবল স্বর্গলোকই লাভ করা যায় না, অধিকন্তু সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক, তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" ভারতবর্ষের মানুষেরা সাধারণত বৈদিক নিয়ম পালন করেন, যার ফলে তাঁরা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু, তার ফলে কি লাভ হয়? *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বলা হয়েছে *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যজ্ঞ, দান ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ফল যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন সংসার-দুঃখ ভোগ করার জন্য আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্ত হন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান (*যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*)। তাই দেবতারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও অনুতাপ করেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ লাভ না করার ফলে তাঁরা এইভাবে শোক করেন। ভগবদ্ভক্তি লাভের পরিবর্তে তাঁরা উচ্চতর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মোহে বিমোহিত হয়েছেন, এবং তাই তাঁরা মৃত্যুর সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ, যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য স্বয়ং ভগবানের দেওয়া নির্দেশ

অনুসরণ করা। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম* । মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে অথবা বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ স্তর গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের সঙ্গে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা।

শ্লোক ২৩

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরম্ ।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৩ ॥

কল্প-আয়ুষাম্—যাঁরা বহু কল্প ধরে জীবিত থাকেন, যেমন ব্রহ্মা; **স্থান-জয়াৎ**—স্থান বা লোক প্রাপ্তির থেকেও; **পুনঃ-ভবাৎ**—জন্ম, মৃত্যু এবং জরা সমন্বিত; **ক্ষণ-আয়ুষাম্**—অল্প আয়ু সমন্বিত, বড় জোর একশ বছর; **ভারত-ভূজয়ঃ**—ভারতবর্ষে জন্ম; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **ক্ষণেন**—ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য; **মর্ত্যেন**—দেহের দ্বারা; **কৃতম্**—সম্পাদিত কর্ম; **মনস্বিনঃ**—জীবনের মূল্য যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পেরেছেন; **সংন্যস্য**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; **সংযান্তি**—তাঁরা লাভ করে; **অভয়ম্**—যেখানে কোন ভয় নেই; **পদম্**—ধাম; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার থেকে ভারতবর্ষে অল্প আয়ু লাভ করাও শ্রেয়স্কর, কারণ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। অথচ নিম্নতর লোক ভারতবর্ষের আয়ু অল্প হলেও এখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর অতীত বৈকুণ্ঠলোকে অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির সমর্থন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর *ভগবদ্গীতায়* স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া উপদেশ অধ্যয়ন করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। তার ফলে তিনি স্থির করতে

পারেন মনুষ্য-জীবনে তাঁর কি কর্তব্য। অন্য সমস্ত প্রবণতা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন (*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন,*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" এটি অত্যন্ত সরল পন্থা, এমনকি একটি শিশুও এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে। অতএব এই পন্থাটি গ্রহণ করব না কেন? মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ-বাসীদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য, তাঁকে আর সৎ অথবা অসৎ কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধা-আপগাঃ**—সমস্ত কুণ্ঠা নিরশনকারী ভগবানের কথারূপ অমৃতের নদী; **ন**—না; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **ভাগবতাঃ**—সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত; **তৎ-আশ্রয়াঃ**—যাঁরা ভগবানের আশ্রিত; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **যজ্ঞেশ-মখাঃ**—যজ্ঞেশ্বর ভগবানে ভক্তি; **মহা-উৎসবাঃ**—প্রকৃত মহোৎসব; **সুরেশ-লোকঃ**—দেবতাদের বাসস্থান; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তা; **সেব্যতাম্**—আশ্রয় করা।

অনুবাদ

যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেইরূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ হয়

না, (যেহেতু এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আশ্রয় করবেন না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে নদীয়া বা নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে আমরা স্থির করতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, এবং এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষে বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্গভূমিতে নদীয়া জেলা শ্রেষ্ঠ এবং নদীয়ার মধ্যে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস আদি অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সহ বিরাজ করেন। তাঁরা সর্বদা ভগবানের নামকীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন। তাই এই স্থান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যাতে মানুষ সেখানে গিয়ে অবিরাম মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মহান সুযোগ লাভ করতে পারে, যে কথা এখানে সমর্থিত হয়েছে (*যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ*) এবং তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অভিলাষী লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করতে পারে। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার ।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই ।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥
গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল ।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা ।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥

(*শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ* ১/২২০—২২১, ২২৩-২২৪)

তেমনই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৩/৭৭-৭৯)

অনেক মায়াবাদী রয়েছে যারা মনে করে যে, সংকীর্তন যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের মতো। কিন্তু এটি একটি নাম অপরাধ। শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করা এবং অন্যান্য নাম উচ্চারণ করা সমান নয়। মূর্খ মায়াবাদীদের সেই কথা জানা উচিত।

শ্লোক ২৫

প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্ ।
ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তাঃ—যারা লাভ করেছে; **নৃ-জাতিম্**—মনুষ্যজন্ম; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এই ভারতবর্ষে; **যে**—যারা; **চ**—ও; **জন্তবঃ**—জীব; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **ক্রিয়া**—ক্রিয়ার দ্বারা; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **কলাপ**—সমূহের দ্বারা; **সম্ভৃতাম্**—পূর্ণ; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যতেরন্**—প্রয়াস; **অপুনঃ-ভবায়**—অমরত্ব লাভের জন্য; **তে**—তারা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বনৌকাঃ**—পক্ষী; **ইব**—সদৃশ; **যান্তি**—যায়; **বন্ধনম্**—বন্ধন।

অনুবাদ

ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্মল ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যদেহ লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক বনচর পশু-পক্ষীর মতো, অসাবধানতা বশত যারা পুনরায় ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয়।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে অনায়াসে ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন রূপ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় অথবা ভগবদ্ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ, যথা *স্মরণং বন্দনম্ অর্চনং দাস্যং সখ্যম্* এবং *আত্মনিবেদনম্* সম্পাদন করা যায়। ভারতবর্ষে বহু তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করার, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, যেখানে অন্যাভিলাষিতাশূন্য বহু শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন, এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যান্য পথ, যেমন কর্মের পথ এবং জ্ঞানের পথ খুব একটা লাভজনক নয়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত লাভ নয়, কারণ পুনরায় ব্রহ্মজ্যোতির মুক্ত অবস্থা থেকে নীচে নেমে আসতে হয় এবং স্বর্গলোক থেকে তো অবশ্যই অধঃপতিত হতে হয়। তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য (*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*)। তা না হলে মনুষ্য-জীবন এবং অরণ্যে পশু-পাখির জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পশু-পাখিদেরও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু নিম্নস্তরের জীবন লাভ করার ফলে তারা সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ভারতবর্ষে যাঁরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জড় সুখভোগের বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের এই রকম সুযোগ তাদের নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধিপূর্বক কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সেই জ্ঞান সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা।

শ্লোক ২৬

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
র্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ ।
একঃ পৃথঙ্‌নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্ণাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

যৈঃ—যাদের দ্বারা (ভারতবর্ষ-বাসীদের দ্বারা); **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে; **বর্হিষি**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; **ভাগশঃ**—ভাগের দ্বারা; **হবিঃ**—আহুতি; **নিরুপ্তম্**—নিবেদিত; **ইষ্টম্**—ইষ্টদেবকে; **বিধি**—বিধিপূর্বক; **মন্ত্র**—মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **বস্তুতঃ**—উপযুক্ত সামগ্রীসহ; **একঃ**—এক পরম পুরুষ ভগবান; **পৃথক্**—ভিন্ন; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **আহুতঃ**—আহত; **মুদা**—হর্ষ সহকারে; **গৃহ্ণাতি**—তিনি গ্রহণ করেন; **পূর্ণঃ**—পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আশিষাম্**—সমস্ত আশীর্বাদের; **প্রভুঃ**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে বহু দেবতা-উপাসক রয়েছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা পৃথক্‌ভাবে উপাসিত হলেও তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত দায়িত্বশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকেরা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের বাসনা পূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁর চিন্ময় শরীরের অংশমাত্রের পূজা করলেও, তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত। তাঁরা আমাকে অবিনাশী এবং আদি পুরুষ ভগবান জেনে সর্বতোভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।" মহাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবানেরই আরাধনা করেন। কিন্তু অন্যেরা, যাদের কখনও কখনও মহাত্মা বলা হয়, তারা *একত্বেন পৃথক্ত্বেন* রূপে ভগবানের উপাসনা করে। অর্থাৎ, তারা দেব-দেবীদের শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ জেনে নানা প্রকার বর লাভের জন্য তাদের উপাসনা করে। এইভাবে দেব-দেবীর উপাসকেরা যদিও তাদের অভীষ্ট ফল লাভ করে, তবুও *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ তাদের *হৃতজ্ঞান* বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে উপাসিত হতে চান না; তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভক্তের ভক্তি লাভের অভিলাষী। তাই যে ভক্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর

প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁকে তিনি শীঘ্রই চিন্ময় পদ প্রদান করেন (*তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্*)। কিন্তু যে ভক্ত ভগবানের অংশরূপী দেবতাদের উপাসনা করেন, তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট বর লাভ করেন, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আশীর্বাদের আদি প্রভু। কেউ যদি কোন বিশেষ বর লাভ করতে চান, তা হলে ভগবানের পক্ষে তা প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ২৭

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ২৭ ॥

সত্যম্—নিশ্চিতভাবে; **দিশতি**—তিনি প্রদান করেন; **অর্থিতম্**—অভীষ্ট বস্তু; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **নৃণাম্**—মানুষদের দ্বারা; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থদঃ**—বর প্রদাতা; **যৎ**—যা; **পুনঃ**—পুনরায়; **অর্থিতা**—বর লাভের বাসনা; **যতঃ**—যার থেকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিধত্তে**—তিনি প্রদান করেন; **ভজতাম্**—যারা তাঁর সেবায় যুক্ত তাদের; **অনিচ্ছতাম্**—ইচ্ছা না করলেও; **ইচ্ছাপিধানম্**—যা সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তুকে আচ্ছাদিত করে; **নিজ-পাদ-পল্লবম্**—তাঁর স্বীয় পাদপদ্ম।

অনুবাদ

যে ভক্ত জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে বাসনা থেকে পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে-ভক্তদের উল্লেখ করা হয়েছে , তাঁরা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, কিন্তু এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কিভাবে তাঁদের সেই সমস্ত কামনা থেকে রক্ষা করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" এইভাবে ভক্তের বাসনা কেবল পূর্ণই হবে না, বরং এমন একদিন আসবে যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা তাঁর থাকবে না। যিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁকে বলা হয় সকাম ভক্ত, এবং যিনি অহৈতুকী প্রেমে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় অকাম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি সকাম ভক্তকে অকাম ভক্তে পরিণত করেন। শুদ্ধ ভক্ত বা অকাম ভক্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*—কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি আর অন্য কোন কিছু কামনা করেন না। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর। ভগবান তাঁর সকাম ভক্তের প্রতিও এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর কামনাগুলি এমনভাবে চরিতার্থ করেন যে, একদিন তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভের কামনা নিয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবানকে বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই সন্তুষ্ট। আমি আর অন্য কোন বর কামনা করি না।" কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটি শিশু যখন কোন নোংরা জিনিস খায়, তখন তার মা সেই নোংরা জিনিসটি তার হাত থেকে নিয়ে তাকে একটা সন্দেশ দেন। সকাম ভক্তদের এই রকম শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের জড় কামনা-বাসনাগুলি দূর করে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন। তাই, জড় কামনা-বাসনা থাকলেও ভগবান ছাড়া অন্য কারও আরাধনা করা উচিত নয়; সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত যাতে তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়, চরমে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ২২/৩৭-৩৯, ৪১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।
না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে ।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥

অন্যকামী—কোন ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া যদি অন্য কোন কিছু কামনা করেন; *যদি করে কৃষ্ণের ভজন*—কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; *না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ*—যদিও তিনি তা চান না, তবুও কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন। *কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ*—শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "আমার সেবায় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়।" *অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,*—"সেই ভক্তের অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে অমৃতের পরিবর্তে বিষ প্রার্থনা করে।" *এই বড় মূর্খ*—"সেই ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ।" *আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব*—"কিন্তু আমি তো অভিজ্ঞ, সেই মূর্খকে কেন আমি বিষয়রূপ বিষ প্রদান করব?" *স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব*— "আমি তাকে আমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়রূপ অমৃত প্রদান করে তার বিষয় বাসনা ভুলিয়ে দেব।" *কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে,*—কেউ যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; *পায় কৃষ্ণ-রসে*—তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার স্বাদ পান। *কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে*—তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়ার অভিলাষ করেন।

শ্লোক ২৮

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
সুষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্ ।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি ॥ ২৮ ॥

যদি—যদি; **অত্র**—এই স্বর্গলোকে; **নঃ**—আমাদের; **স্বর্গ-সুখ-অবশেষিতম্**—স্বর্গসুখ ভোগ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে; **সু-ইষ্টস্য**—সম্যক্ যজ্ঞের; **সু-উক্তস্য**—নিষ্ঠা সহকারে বেদ অধ্যয়ন করার; **কৃতস্য**—সৎকর্ম অনুষ্ঠান করার; **শোভনম্**—

পুণ্যফল; **তেন**—তার দ্বারা; **অজনাভে**—ভারতবর্ষে; **স্মৃতি-মৎ জন্ম**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী জন্ম; **নঃ**—আমাদের; **স্যাৎ**—হোক; **বর্ষে**—সেই স্থানে; **হরিঃ**—ভগবান; **যৎ**—যেখানে; **ভজতাম্**—ভক্তদের; **শম্ তনোতি**—কল্যাণ বিস্তার করেন।

অনুবাদ

আমরা নিঃসন্দেহে যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন স্বর্গলোকে বাস করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাপূর্বক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে, সেই বর্ষবাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে পুণ্যকর্মের ফলে জীব স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেখান থেকে তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। এমনকি দেবতাদেরও পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পৃথিবীতে এসে সাধারণ মানুষের মতো কার্য করতে হয়। কিন্তু তবুও দেবতারা প্রার্থনা করেন যে, যদি তাঁদের কিছু পুণ্য অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে সেই পুণ্যের বলে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে হলে, দেবতাদের থেকেও অধিক পুণ্যের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভক্ত, এবং কেউ যদি বিশেষভাবে তাঁর কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সৌভাগ্য বর্ধিত হয় এবং তিনি কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করে অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রের অন্য বহু স্থানে দেখা গেছে যে, দেবতারা পর্যন্ত এই ভারতবর্ষে আসতে চান। মূর্খ মানুষেরা তাদের পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতে পারে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত ভারতবর্ষে অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কামনা করেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

ভারতবর্ষে যিনি মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁর কৃষ্ণভক্তির বিকাশের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। তাই যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্র ও গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করা। কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন (*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*)। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সারা পৃথিবী জুড়ে বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীর মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করার সুযোগ দিচ্ছে, যাতে তারা কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে চরমে ভগদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৯-৩০

শ্রীশুক উবাচ

জম্বুদ্বীপস্য চ রাজন্নুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্ ॥ ২৯ ॥ তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্তনো রমণকো মন্দরহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **জম্বুদ্বীপস্য**—জম্বুদ্বীপের; **চ**—এবং; **রাজন্**—হে রাজন; **উপদ্বীপান্ অষ্টৌ**—আটটি উপদ্বীপ; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **একে**—কোন; **উপদিশন্তি**—পণ্ডিতেরা বলেন; **সগর-আত্ম-জৈঃ**—মহারাজ সগরের পুত্রদের দ্বারা; **অশ্ব-অন্বেষণে**—তাঁদের অপহৃত ঘোড়া খোঁজার সময়; **ইমাম্**—এই; **মহীম্**—ভূভাগ; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **নিখনদ্ভিঃ**—খনন করে; **উপকল্পিতান্**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—তা; **যথা**—যেমন; **স্বর্ণপ্রস্থঃ**—স্বর্ণপ্রস্থ; **চন্দ্রশুক্লঃ**—চন্দ্রশুক্ল; **আবর্তনঃ**—আবর্তন; **রমণকঃ**—রমণক; **মন্দর হরিণঃ**—মন্দরহরিণ; **পাঞ্চজন্যঃ**—পাঞ্চজন্য; **সিংহলঃ**—সিংহল; **লঙ্কা**—লঙ্কা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কোন কোন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন ঐ আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা।

তাৎপর্য

কূর্ম-পুরাণে দেবতাদের বাসনা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

অনধিকারিণো দেবাঃ স্বর্গস্থা ভারতোদ্ভবম্ ।
বাঞ্ছন্ত্যাত্মবিমোক্ষার্থমুদ্রেকার্থেঽধিকারিণঃ ॥

দেবতারা যদিও স্বর্গলোকে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তবুও তাঁরা এই পৃথিবীর ভারতবর্ষে আসতে ইচ্ছা করেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারাও ভারতবর্ষে বাস করার উপযুক্ত নন। অতএব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা এই জন্মের পূর্ণ সুযোগ না নিয়ে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন-যাপন করে, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৩১

এবং তব ভারতোত্তম জম্বূদ্বীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিত ইতি ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **তব**—তোমাকে; **ভারত-উত্তম**—হে ভারতোত্তম; **জম্বূদ্বীপ-বর্ষ-বিভাগঃ**—জম্বূদ্বীপের বর্ষবিভাগ; **যথা-উপদেশম্**—যেভাবে আমি উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম; **উপবর্ণিতঃ**—বর্ণনা করেছি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভারতোত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, জম্বূদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বূদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।